ডায়াবেটিস এবং হার্ট ডিজিজ

RTIICS দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত

ডায়াবেটিস কিভাবে হার্ট ডিজিজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত? ডায়াবেটিস একটি মাল্টিসিস্টেম ডিসর্ডার যা গোটা দেহের প্রায় সব অঙ্গের ওপরই প্রভাব বিস্তার করে। করোনারি ডিজিজের ক্ষেত্রে অন্যতম রিস্ক ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে ডায়াবেটিস। এছাড়াও অনেকসময়ই ডায়াবেটিস মেটাবলিক সিনড্রোমের অংশ হিসেবে কাজ করে যার ফলে হাইপারটেনশন, অস্বাভাবিক কোলেস্টেরল লেভেল ইত্যাদি ডায়াবেটিসের সঙ্গে একত্রে পাওয়া যায়। এগুলি ডায়াবেটিসের অতিরিক্ত রিস্ক ফ্যাক্টর এবং এগুলি করোনারি আর্টারি ডিজিজ, কার্ডিওমাইয়োপ্যাথি, হার্ট ফেলিওর, অ্যারিথমিয়া ইত্যাদির সম্ভাবনা বাড়ায়। ডায়াবেটিস থাকলে করোনারি আর্টারি ডিজিজ দ্রুত শরীরের ওপর প্রভাব বিস্তার করে।

ডায়াবেটিস থাকলে হার্ট ডিজিজ কিভাবে শনাক্ত করা হয়? রোগীর ডায়াবেটিস থাকলে করোনারি আর্টারি ডিজিজ শনাক্ত করা প্রায়শই কঠিন হয়ে পরে এবং শনাক্ত করতে দেরি হয় কারণ, ডায়াবেটিসের ফলে নিউরোপ্যাথি হয়ে যায় যার জন্য রোগীর কোনোরূপ ব্যথা অনুভূত হয় না। সুতরাং বুকে ব্যথা হলেও রোগী বুঝতে পারেন না। ই সি জি, ইকো, টি এম টি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি এবং অন্যান্য কিছু টেস্ট করে তখন নির্ধারণ করা হয় রোগীর করোনারি আর্টারি ডিজিজ আছে কিনা। রোগীর নিজের উপলব্ধি এবং চিকিৎসা পদ্ধতি উভয় ক্ষেত্রেই প্রাথমিক পর্যায়ে হার্ট ডিজিজ ধরা পড়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এক্ষেত্রে ঝুঁকির পরিমাণ অনেক কম থাকে।

ডায়াবেটিস রোগীর করোনারি আর্টারি ডিজিজ থাকলে চিকিৎসা ক্ষেত্রে কি কোনো সমস্যা দেখা যায়? ডায়াবেটিস রোগীর করোনারি আর্টারি ডিজিজ–এর চিকিৎসায় সর্বপ্রথম সমস্যা হল রোগ ধরা পড়তে দেরি হওয়া। এর ফলে চিকিৎসা শুরু হওয়ার আগেই রোগ অ্যাডভান্সড স্টেজ–এ পৌঁছে যায়। এছাড়াও অনেক সময়ই ডায়াবেটিস রোগীদের অন্যান্য শারীরিক সমস্যা যেমন– কিডনি ডিজিজ থাকে, যা চিকিৎসা পদ্ধতি আরও জটিল করে তোলে। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, ডায়াবেটিসে এক বা একাধিক আর্টারিতে একাধিক ব্লক হতে পারে। এই সকল মাল্টি ভেসেল বা লেফট মেইন করোনারি আর্টারি ডিজিজের চিকিৎসা অনেক বেশি জটিল এবং এতে ঝুঁকির পরিমাণও অনেক বেশি থাকে।

ডায়াবেটিস থাকলে হার্ট ডিজিজকে প্রতিহত করবেন কিভাবে? প্রাথমিকভাবে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করতে হবে। শুরু থেকেই ইনসুলিন নেওয়া ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের অন্যতম সেরা চিকিৎসা পদ্ধতি হলেও রোগীদের দিক থেকে অনেকসময়ই ইনসুলিন নেওয়ার ব্যাপারে আপত্তি থাকে। এছাড়াও, জীবনযাত্রার পরিবর্তন, নিয়মিত ব্যায়াম করা, ডায়েট মেনে চলা, নুন ও ফ্যাটজাতীয় খাবার নিয়ন্ত্রণে রাখা, ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা ইত্যাদি হার্ট ডিজিজ প্রতিহত করতে সাহায্য করে। প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয়ের জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরীক্ষা করাও আবশ্যক।

ডায়াবেটিস রোগীর করোনারি আর্টারি ডিজিজ হলে তার চিকিৎসা পদ্ধতি কী?
রোগীর ডায়াবেটিস থাক বা না থাক, করোনারি আর্টারি ডিজিজের চিকিৎসা পদ্ধতি একই। তবে ডায়াবেটিস থাকার ফলে যেহেতু রোগীর রোগ নির্ণয়ে অনেকটা সময় লেগে যায় তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি–র সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে তাই, রোগীর বাইপাস সার্জারি করতে হয়। ডায়াবেটিস থাকলে ঝুঁকি এবং পুনরায় করোনারি আর্টারি ডিজিজ হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি থাকে।

বিশদ জানতে ফোন করুন ঃ **9051 93 93 93**

ডাঃ সিদ্ধার্থ মানি, ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট